চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

পর পর ৩ বার নির্বাচিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চট্টলবীর আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এর মৃত্যুতে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের শোক

পর পর ৩ বার নির্বাচিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চট্টলবীর আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এর মৃত্যুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আজ এক শোক বার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান। শোক বার্তায় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, অবহেলিত চট্টগ্রামের কান্ডারী আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। তাঁর হাত ধরেই চট্টগ্রামের মানুষের প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরন হয়েছে। তিনি জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডের পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রানপন লড়াই করে ইতিহাসে কিংবদন্তি হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। সাবেক এ মেয়র ¯ৈ^রাচার বিরোধী গন আন্দোলন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজপথে ছিলেন। তিনি প্রজন্ম পরম্পরায় মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৌছে দেয়ার জন্য প্রতিবছর বিজয় মেলা আয়োজন করে ইতিহাসে বিরল অবদান রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে চট্টগ্রামবাসী একজন সফল সেবক ও অভিভাবক থেকে বঞ্চিত হলো।

চট্টগ্রাম- ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭খ্রি.

মহান বিজয় দিবসে মেয়রের বাণী

৪৭ তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এক বাণীতে বলেন, “বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ১৯৭১ সনের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ। হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি বারবার লড়াই করেছে শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। বাঙালি জাতি চেয়েছে নিজস্ব পরিচয় ও চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। বাঙালি জাতিকে তার ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যও লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করে নেয়া বাঙালি আর রাজপথ ছাড়েনি। পাকিস্তানি অপশাসনে নিপীড়িত , অত্যাচারিত এদেশের আপামর মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে অবশেষে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে । ‘এবারের সংগ্রাম

মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ১৯৭১ সনের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানের জনসমাবেশে দেয়া বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে হৃদয়ে ধারণ করে দীর্ঘ নয় মাসের প্রাণপণ লড়াই শেষে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল এ জাতি। ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের কাল রাত্রি থেকে শুরু হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি তথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে। আজ এই মহান বিজয়ের দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুইলক্ষাধিক সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'ভিশন ২০২১' রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাংখিত উন্নতির দিকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন সুচকে অনেক দুর অগ্রসর হয়েছে। এ উন্নয়ন আজ আমাদের বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম করেছে। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে সবাইকে। আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে নিশ্চিত - ইনশাআল্লাহ। সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।"

চট্টগ্রাম- ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭খ্রি.

৪৭ তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা, পুরষ্কার বিতরণ, কুচকাওয়াজ সহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক কর্মসূচি

৪৭ তম মহান বিজয় দিবস ২০১৭ খ্রি. উদ্যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস শনিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন , সকাল ৮ টায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, একই দিন কর্পোরেশনভূক্ত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের স্কাউট, গার্লস গাইড, রোভার-রেঞ্জার, কাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে কর্ণফুলী সেতু সংলগ্ন বাকলিয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে প্যারেড পরিদর্শন, কুচকাওয়াজ ও সালাম গ্রহণ এবং সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিটে ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হবে। এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সালাম গ্রহণ করবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। পরে সিটি মেয়র কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করবেন।

এ ছাড়াও ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. শনিবার, বিকেল ৩ টায় কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরভবনে পার্কিং স্পটে চিত্রাংকন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। এছাড়াও ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. রবিবার বেলা ১১ টায় নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেয়া হবে। এতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন সভাপতিত্ব করবেন।

সংবাদদাতা

মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা